বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
অডিট রিপোর্ট
রিপোর্টের সনঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খন্ড

বেসিক ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত
(অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রঃ নঃ	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-২৪
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	২৫-৩১
৮	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঃ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত/-

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসিক ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৪ সালের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অনিয়ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) একটি পৃথক খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ- ..... বঙ্গাব্দ
..... খ্রিস্টাব্দ

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা লক্ষ	পৃষ্ঠা নং
০১	নিয়োগ নীতিমালা উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রদান এবং কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বা অর্জন না থাকা সত্ত্বেও এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করায় ব্যাংক তহবিল হতে বেতন ও ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা।	০০	০৭-১০
০২	ব্যাংকের এবং সরকারি নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করে, উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সিভি বা আবেদনপত্র না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধিসহ আর্থিক ক্ষতি সাধন।	০০	১১-১৩
০৩	যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান, ভুয়া সনদের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদান, চাকুরি চ্যুতির পর পুনরায় নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	০০	১৪-১৫
০৪	বয়স্ক ও অনুপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও ক্ষতি সাধন।	০০	১৬-১৮
০৫	অবৈধ পন্থায় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অর্জিত স্নাতক সনদ জমা নিয়ে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান এবং বেতন ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪,২০,০০০	১৯-২০
০৬	ব্যাংক কোম্পানী আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ অমান্য করে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও জালজালিয়াতির অভিযোগে চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২০,১০,৭৫০	২১-২২
০৭	ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ও অধ্যক্ষের পদ না থাকা সত্ত্বেও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের বেতন ভাতাদি বাবদ অপচয়।	৩৯,০৭,০০০	২৩-২৪
	মোট:	৭৩,৩৭,৭৫০	

অডিট বিষয়ক তথ্য:

নিরীক্ষা বছর :

- ২০১৩-২০১৪ সাল।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময়কাল:

- ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি:

নিরীক্ষার পদ্ধতি:

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা।
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান:

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ:

- সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ:

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম: নিয়োগ নীতিমালা উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রদান এবং কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বা অর্জন না থাকা সত্ত্বেও এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করায় ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- **মিসেস শায়লা শরীফ সেতু কে** কোন প্রকার নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি অফিসার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় অফিসার পদে আবেদনের যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও এবং লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সবার জন্য সমান সুযোগ লাভের প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করেই এই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা নিয়োগ বিধি এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। অধিকন্তু উক্ত ফিদা হাসান, কর্মকর্তার ব্যাংকে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান না থাকা সত্ত্বেও তাকে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করা হয়েছে।
- **জনাব আবু শহীদ** বেসিক ব্যাংকে যোগদানের লক্ষ্যে ১৬/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেন। আবেদনপত্রে তিনি নির্দিষ্ট পদের নাম উল্লেখ না করে সুইটেবল পদের কথা উল্লেখ করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক তাকে ব্যবস্থাপক পদের জন্য উপযুক্ত মনে করে ১২/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়। কিন্তু ২৪/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ২০৩তম বোর্ড সভায় সংশোধিত নিয়োগ বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপক পদের জন্য বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয় সর্বোচ্চ ৪০ বছর। অথচ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদন এবং যোগদান কালীন সময়ে বয়স ৪২ বছরের উপরে হওয়ায় তিনি এ ব্যাংকে নিয়োগ লাভে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করা নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী।
- অপরদিকে ব্যাংকের কৃতিত্বপূর্ণ ও দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদন অথবা ব্যাংকের কোন অসাধারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হলে সে ক্ষেত্রে এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করা যায়। কিন্তু **জনাব কনক কুমার পুরকায়স্থ, জনাব ফজলুস সোবহান, আব্দুল কাইয়ুম মোহাম্মদ কিবরিয়া, জনাব গোলাম ফারুক,** জনাব আহম্মেদ হোসেন, **জনাব শামীম হাসান (বরখাস্ত)** ও **জনাব মোজাম্মেল হক কে মহাব্যবস্থাপক পদে, জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ, জনাব ফিদা হাসান, জনাব মোমেনুল হক, জনাব মাহবুবুল আলম খাঁন, জনাব মাহবুবুল আলম ও জনাব আরিফ হাসান-কে** উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে, জনাব **এস.এম আনিসুজ্জামান, মিসেস সাদিয়া আক্তার শাহিন** এবং **শামীমা আক্তার কে** সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে, **জনাব মুস্তাফিজ মনির কে** ব্যবস্থাপক পদে **এবং মিসেস নিশাত নাসরিন ও মিসেস সোনিয়া হক কে,** সহকারি ব্যবস্থাপক পদে কোন প্রকার কৃতিত্বপূর্ণ বা অসাধারণ কর্মকান্ড না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করা হয়েছে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে অবৈধ পন্থায় কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না থাকার পরেও নিয়ম বর্হিভূতভাবে পদোন্নতি প্রদান করায় ব্যাংকের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- অযোগ্য ব্যক্তিগণকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করে বেতন ও ভাতাদি বাবদ পরিশোধিত টাকা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ক-এঃ) এ দেয়া হলো।

(খ)

- **একইভাবে জনাব মোহাম্মদ আলী কে বেসিক** ব্যাংকে ডিজিএম পদে চাকুরীর আবেদনপত্র, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই ২২/৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শান্তিনগর শাখায় শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে জামানত ঘাটতি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকার পরও ঋণ বিতরণ করা এবং কতিপয় ক্ষেত্রে লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করার পরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সময়মত বিধিমোতাবেক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বরং ০১/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৩০২তম বোর্ড সভায় তাকে মহাব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি প্রদান করে বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৮১,৮৫,৬৮০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায়যোগ্য(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (খ) এ দেয়া হলো)।

(গ)

- বেসিক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ২৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/এইচআরডি/আর ই সি/ডিজিএম/২০১২/৫১৭৭ এর মাধ্যমে মেজর (অবঃ) জনাব মোঃ রুহুল আলম কে সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ডিজিএম (সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট) পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের কোন প্রমাণক ও কতজন আবেদনকারী উক্ত পদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- নিয়োগ আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার শেষ কর্মস্থল হতে অফিস প্রধানের স্বাক্ষরিত অব্যাহতি পত্র ও অবসর গমন সংক্রান্ত আদেশ ব্যক্তিগত নথিতে পাওয়া যায়নি। অফিস প্রধানের অব্যাহতি আদেশ ব্যতিরেকে চাকুরীতে যোগদানপত্র গ্রহণ করা নিয়োগ আদেশের পরিপন্থী (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (গ) এ দেয়া হলো)।

(ঘ)

- **জনাব মোঃ রওশনাল হক,** বেসিক ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ১৬/১১/২০০২ খ্রিঃ তারিখের নিয়োগপত্র নং-০০৯/২০০২/৯৫৯৯ এর মাধ্যেমে উপ-ব্যবস্থাপক হিসাবে ২৭/১১/২০০২ খ্রিঃ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাঁকে ১২/০৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপক হতে ব্যবস্থাপক পদে এবং ৯/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সহকারি মহাব্যবস্থাপক হিসাবে পদোন্নতি দেয়া হয়।
- ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা অনুসারে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদ হতে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসহ ৩ বছর সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে চাকুরীর অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ০৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে ১ বছর ৩ মাস ৪ দিন চাকুরী করার পর প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- বেসিক/এইচও/এইচআরডি/২০১১/১৪১০৪ তারিখ: ১৩/৯/২০১১ এর মাধ্যমে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি দেওয়া হয় (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ঘ) এ দেয়া হলো)।
- একইভাবে জনাব **হাসান ইমামকে,** ব্যবস্থাপক পদে ২ বছর ১ মাস ০৮ দিন চাকুরি করার পর পত্র নং বেসিক/এইচও/এইচআরডি/২০১১/১৪১০৪, তারিখ: ১৩/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি দেয়া হয় এবং সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে ০১ বছর ২৬ দিন চাকুরির অভিজ্ঞতার আলোকে পত্র নং ১৬৫৩৩, তারিখ: ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয় যা বিধি বহির্ভূত (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ঙ) এ দেয়া হলো)।
- বেসিক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকার নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই পরিচালনা পর্ষদের ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ২৮০তম বোর্ড সভায় মিসেস **নাসরিন খানমকে সহকারী ব্যবস্থাপক** পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যা নিয়োগ বিধি এর সরাসরি লংঘন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (চ) এ দেয়া হলো)।

(ঙ)

- বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের নিয়োগ পত্র নং- ০০৯/৯৫/২২, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৯৫ খ্রিঃ মাধ্যমে জনাব মোঃ **সেলিমকে** সহকারি ব্যবস্থাপক হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ করা হয়।। নিয়ম মাফিক তাকে ২৮/০৫/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে সহকারি ব্যবস্থাপক হতে উপ-ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ০১/১০/২০০২ খ্রিঃ তারিখে ব্যবস্থাপক, ২৫/০৫/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সহকারি মহাব্যবস্থাপক এবং ০৯/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। তাকে ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা লংঘন করে পত্র নং বেসিক/এইচও/এইচআরডি/২০১১/১৪১০৪, তারিখ: ১৩/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মহা-ব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি দেয়া হয় এবং তিনি উক্ত পদে ১৬/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা অনুসারে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদ হতে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২০ বছর চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ ০৩ বছর উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে চাকুরির অভিজ্ঞতা অর্জন করলে মহা-ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির যোগ্য হবেন। সে মোতাবেক তিনি ০৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মহা-ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রাপ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে মাত্র

০১ বছর ৭ মাস ৭ দিন চাকুরি করার পর মহা-ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে, যা ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালার পরিপন্থী।

- একইভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে মহা-ব্যবস্থাপক পদে ০১ বছর ১১ মাস ০৫ দিন চাকুরির অভিজ্ঞতার আলোকে ২১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩২৭তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং বেসিক/এইচও/এইচআরডি/২৩৪৮৬, তারিখ: ২১/১২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি দেয়া হয়। পদোন্নতি নীতিমালা অনুসারে কোন কর্মকর্তা ২৫ বছর চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ মহা-ব্যবস্থাপক পদে ০৩ বছর সন্তোষজনক চাকুরির অভিজ্ঞতা অর্জন করলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উক্ত পদে পদোন্নতি প্রাপ্য। কিন্তু পদোন্নতির সকল নিয়মাবলী ভঙ্গ করে এবং সকল শর্ত উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে, যা অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে স্বীকার করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ছ) এ দেয়া হলো)।

(চ)

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ৫৬ বছর বয়সী ব্যক্তি **মোঃ আজিজুল হক** কে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রধান কার্যালয়ের নিয়োগপত্র নং-বেসিক/এইচও/এইচআরডি/আর ই সি /এ জি এম/২০১১/১৪২৬৭ তাং-১৫/০৯/২০১১ খ্রি: এর মাধ্যমে ৩ বছর মেয়াদে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। ২২/১১/২০১১ খ্রি: তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেসিক ব্যাংকে যোগদান করেন। ব্যাংকের নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী তার নিয়োগ বিধি সম্মত নয়, কারণ ব্যাংকের সকল বিধি বিধান লংঘন করে ০২/০৩/২০১৩ খ্রি: তারিখের ৩২১তম বোর্ড সভায় সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ১ বছর ৩ মাসের মাথায় চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চাকুরীতে নিয়মিত করা হয়। পত্র নং-বেসিক/এইচও/ এইচআরডি/২০১৩/৫১৭১ তাং ২৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এক্সিলারেটেড প্রমোশন দিয়ে তাঁকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ১৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৫৭ বছর পূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৭/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২৪তম বোর্ড সভায় ০৩ বছরের জন্য পুনরায় উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরডিপি সার্কুলার নং ০৬, তারিখ: ০৪/০২/২০১০ খ্রিঃ এর পরিপন্থী (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (জ) এ দেয়া হলো)।

(ছ)

- জনাব **মোঃ মুসা খাঁন** বেসিক ব্যাংকের নিয়োগপত্র নং বেসিক/এইচও/এ্যাডমিন/আরইসি/ম্যানেজার/২০১০, তারিখ: ১৪/০৯/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ হতে ১৪/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ব্যবস্থাপক পদে বেসিক ব্যাংকে যোগদান করেন। ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা লংঘন করে পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন না করা সত্ত্বেও তাকে ১৯/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সহকারি মহাব্যবস্থাপক এবং ২৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ঝ) এ দেয়া হলো)।

(জ)

- **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান** অফিসার হিসাবে ০৯/০৩/১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখে বেসিক ব্যাংকে যোগদান করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নারায়নগঞ্জের টানবাজার শাখায় ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত থাকা কালীন সময়ে রূপালী নীট ওয়্যার লিঃ এর যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলে ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়। উক্ত ক্ষতির জন্য ০১/০৩/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ব্যাংকের পত্র নং ১৫৪৬ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা তলব করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সন্তোষজনক জবাব প্রদানের প্রমাণ নথিতে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ২৩/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে তাকে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অতীত চাকুরিকাল এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ২৫/০৬/২০০৯ খ্রি: তারিখে তাঁকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। একইভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যাংকে কোন কৃর্তিত্বপূর্ণ কর্মকান্ড না করা সত্ত্বেও ০৯/১০/২০১২ খ্রি: তারিখের ৩১৫তম বোর্ড সভায় মহাব্যবস্থাপক পদে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি প্রদান করা হয়, যা তিনি কোন অবস্থায় প্রাপ্য নন **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০১ এর (ঞ) এ দেয়া হলো)**।

অনিয়মের কারণ:

- নিয়োগ নীতিমালা উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রদান করা।

- কোন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বা অর্জন না থাকা সত্ত্বেও এক্সিলারেটেড পদোন্নতি প্রদান করে ব্যাংকের তহবিল হতে বেতন ও ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করা।
- ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা।

ফলাফল:

- নিয়োগ নীতিমালা লংঘনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও এক্সিলারেটেড পদোন্নতি প্রদান করে বেতন ও ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পদোন্নতির সকল নিয়মাবলী উপেক্ষা করে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের জন্য স্মারক উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ নিয়োগ বিধি লংঘন করে নিয়োগ প্রদান এবং কৃতিত্বপূর্ণ বা অসাধারণ কর্মকাণ্ড না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে এক্সিলারেটেড পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ প্রদান ও এক্সিলারেটেড প্রমোশনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ এক্সিলারেটেড প্রমোশন বাতিল, অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায় এবং অর্থমন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে নিরপেক্ষ পদোন্নতি কমিটি গঠন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম: নীতিমালা অনুসরণ না করে, উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সিভি বা আবেদন পত্র না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পদে ৭২৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধিসহ আর্থিক ক্ষতি সাধন।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি: প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ব্যাংকের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি ও ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,বরাবর

(ক)

- সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সবার প্রতি সমঅধিকার নিশ্চিত থাকলেও ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ নীতিমালা লংঘন করে ৪৯৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সহকারী অফিসার হতে অফিসার পদে যোগ্য লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পাবলিক পরীক্ষা নূন্যতম ২য় শ্রেণি সম্মানসহ স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে, পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তগণ ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে আবেদনের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাজীবনে এক বা একাধিক তৃতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- কতিপয় কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে সংযুক্ত ঘরোয়া পরীক্ষার খাতায় রোল নং, পরীক্ষার কেন্দ্রের নাম, পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ নাই। এমনকি পরীক্ষার খাতায় পরিদর্শক এবং খাতা মুল্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ নাই। ফলে প্রমাণিত হয় যে, ভুয়া পরীক্ষা দেখিয়ে আলোচ্য কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোন পদের জন্য চাকুরী করতে আগ্রহী তা সিভিতে বা আবেদন পত্রে উল্লেখ করা হয়নি।
- **আবার কোন কোন** ক্ষেত্রে প্রার্থীর আবেদনপত্রে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর নিয়োগপত্র প্রদানের অনেক পরে আবেদন বা জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করা হয়েছে। জীবন বৃত্তান্ত প্রদানের আগেই নিয়োগপত্র প্রদান করায় প্রমাণিত হয় যে ব্যাংকের নিয়োগ কমিটির কর্মকর্তাগণের যোগসাজশে ও সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বেসিক ব্যাংকের নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি কোটা, প্রতিবন্ধি কোটা ও জেলা কোটা পরিপালন না করেই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ঢাকা জেলার ২৪৮ জন ও বাগেরহাট জেলার ২৪২ জনকে, অপরদিকে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও জয়পুরহাট জেলার কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (ক) এ দেয়া হলো)**।

(খ)

- বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর চাকুরিতে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার ছাড়াই ২৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- ভুয়া লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কারণ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষকের ও পরিদর্শকের স্বাক্ষর ও তারিখ নাই।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যাংকে চাকুরী লাভের জন্য পদের বিপরীতে কোন আবেদন করা হয়নি। যে সকল সিভি বা জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ নথিতে পাওয়া যায়নি।
- সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত স্ব-শাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি, যা সংবিধানের ২৯ নং ধারার পরিপন্থী এবং সংবিধান লংঘনের শামিল হিসাবে গণ্য।
- সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এইচ আর ডি বিভাগ কর্তৃক লোক নিয়োগের তালিকা পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৮ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু নিয়োগের পূর্বে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- জনাব মাহমুদ খান কে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরী বিধিমালা লঙ্ঘন করে যে কোন বিষয়ে ২য় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি ছাড়া নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।ফলে উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি রেখে নিয়োগ প্রদান করা গুরুতর প্রশাসনিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (খ) এ দেয়া হলো)**।

(গ)

- দেশের মেধাবী চাকুরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতের জন্য একাধিক জাতীয় পত্রিকায় এবং নিজস্ব ওয়েব সাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে যোগ্য ও মেধা সম্পন্ন লোক নিয়োগের জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা না নিয়ে (২৮+১৪)= ৪২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা নিয়োগ বিধি এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।
- কোন কোন প্রার্থীর সিভি জমা প্রদানের পূর্বেই নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছে। সিভি প্রদানের পূর্বেই নিয়োগ প্রদান করার ফলে প্রমাণিত হয় যে প্রার্থীকে পূর্বেই অবৈধভাবে নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, যা নিরীক্ষার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত কর্মকর্তাগণকে ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ফখরুল ইসলাম কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বে নিয়োজিত জিএম এস এম রওশনাল হক কর্তৃক নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে নিয়োগের সুপারিশ করা হলেও তার বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- একই সঙ্গে ব্যাংকের চাকুরী বিধান এবং সংবিধান এর সুনির্দিষ্ট ধারা লংঘনপূর্বক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা অগ্রাহ্য করে এবং পাবলিক পরীক্ষায় যে কোন একটিতে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত প্রার্থী আবেদনের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া নথির সঙ্গে যে সকল পরীক্ষার খাতা সংযুক্ত রয়েছে তাতে পরীক্ষক এবং পরিদর্শকের স্বাক্ষর না থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, ভুয়া পরীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিধিবিধান লংঘন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (গ) এ দেয়া হলো)।

(ঘ)

- জনাব নাজমুল কবির রনি কে অফিসার পদে ও মিসেস নুপুর আক্তার এবং ফাতেমা ইয়াসমিন ইভা কে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়নি, যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী ।
- মিসেস নুপুর আক্তার ও ফাতেমা ইয়াসমিন ইভা এর শিক্ষাগত যোগ্যতার স্নাতক ও স্নাতোকত্তর এর ২টির মধ্যে যে কোন একটিতে প্রথম শ্রেণি থাকার শর্ত থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে যে কোন একটিতে প্রথম শ্রেণি না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা বেসিক ব্যাংকের নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (ঘ) এ দেয়া হলো)।

(ঙ)

- জনাব শিপার আহম্মেদ কর্তৃক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক, এবি ব্যাংক ও প্রিমিয়াম ব্যাংকে চাকুরী করার কথা জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র ওরিয়েন্টাল ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অব্যাহতি পত্র, চাকুরীর আবেদনপত্র ও পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান ছাড়াই ১৫/১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ২৮৫তম বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব শিপার আহম্মেদ কে পত্র নং ৭৯৮, তারিখ: ২৩/১১/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এ ২৪/১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (ঙ) এ দেয়া হলো)।

(চ)

- জনাব রবিউল আলম টিপু-কে সরাসরি উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উক্ত পদে নিয়োগের জন্য কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি এবং কোন প্রকার কোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০২ এর (চ) এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে পদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়স প্রভৃতি উল্লেখ পূর্বক একাধিক জাতীয় পত্রিকা এবং নিজস্ব ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করা।
- প্রতিযোগীতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই বিভিন্ন পদে ৪৯৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা।

ফলাফল:

- ব্যাংকের এবং সরকারি নিয়োগ নীতিমালা লংঘন করে অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনিয়মিত নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক পর্ষদের সিদ্ধান্তের জন্য স্মারক উপস্থাপন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সরকারী আদেশ ও ব্যাংকের নিয়োগ নীতিমালা লংঘন করে নিয়োগ প্রদান করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে বয়স সীমা অতিক্রান্ত এবং জীবন বৃত্তান্ত দাখিলের পূর্বেই নিয়োগ প্রদান করার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এবং নিয়োগের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম: যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান, ভূয়া সনদের মাধ্যমে চাকুরীতে যোগদান, চাকুরী চ্যুতির পর পুনরায় নিয়োগ প্রদান।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তাগণের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি ও ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অর্থাৎ ব্যাংকে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে এবং নিজস্ব ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন না দিয়ে ভুয়া পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- চাকুরীতে যোগদানকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সঠিকতা যাচাই না করে যোগদান পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দাখিলকৃত সনদ ভুয়া/জাল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট ৭জন কর্মকর্তার দাখিলকৃত সনদপত্র ভুয়া হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে পুনরায় যোগদানের জন্য পরিচালনা পরিষদের ০৪/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩২৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদন করা হয়, যা ব্যাংক এবং সরকারী চাকুরী বিধি-মালার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৩ এর (ক) এ দেয়া হলো)।**

(খ)

- যশোর শাখায় কর্মরত মিসেস সুলতানা রাজিয়া ০৭/০২/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে টাইপিষ্ট পদে যোগদান করেন। তিনি ২৮/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পান। তিনি চাকুরীরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ২০১০ সালে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়মত এম এ ডিগ্রী সঠিক আছে কিনা তা যাচাই না করেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ০৮/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কর্মকর্তার এমএ পাশের সনদ ভুয়া হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২১/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চাকুরী হতে পদত্যাগ করেন। উক্ত কর্মকর্তার এম এ পাশের সনদ ভুয়া হওয়ায় চাকুরীতে অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত এবং সরকারী চাকুরীবিধি অনুযায়ী তিনি আনুতোষিক প্রাপ্য নয়। ০৮/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সনদ ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন না করে ২২/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনিয়মিতভাবে আনুতোষিক বাবদ ১৪,২৮,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(গ)

- বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী শাখায় কর্মরত জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম লোটাস (আই ডি নং-২৮৭৩) কে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জীবন বৃত্তান্তের উপর সুপারিশসহ তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ফখরুল ইসলাম কর্তৃক ০৭/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মহাব্যবস্থাপক এর নিকট প্রেরণ করেন। মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই ঐ দিনই অর্থাৎ ০৭/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং-বেসিক/এইচও/এইচআরডি/আরইসি/এও/২০১৩/১৪০৭৪ এর মাধ্যমে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে যে পরীক্ষার খাতা সংযুক্ত করা হয়েছিল তাতে পরীক্ষার পরিদর্শক ও খাতা মুল্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ না থাকায় উক্ত পরীক্ষার খাতা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়োগের জন্য একাধিক জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার না করেই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা নিয়োগ বিধির সরাসরি লংঘন।
- নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ডকুমেন্টস এর কাজ সমাপ্ত করে ২০/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অত্র ব্যাংকে সহকারী কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীর জমাদানকৃত স্নাতকের সনদ যাচাইয়ের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা সঠিক নয় অর্থাৎ Verified and found incorrect মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের মতামত পাওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যাংকের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অডিট কালীন সময় পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল রেখে নিয়মিত বেতন ও **ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের ৪,৬২,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৩ এর (খ) এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা।
- সনদ যাচাই না করে যোগদান পত্র গ্রহণ এবং ভুয়া সনদপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও চাকুরী হতে অব্যাহতি দেয়ার পরিবর্তে তাঁকে পুনরায় চাকুরী প্রদান করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ যোগদানপত্র গ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল:

- নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভুয়া সনদ এবং চাকুরিচ্যুতির পর পুনরায় নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- স্থানীয় অফিস কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে বিষয় সম্পর্কিত একটি স্মারক সিদ্ধান্তের জন্য ইতোমধ্যে পর্ষদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাধিকারের সুযোগ না দিয়ে, পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকুরীর বয়স না থাকা সত্ত্বেও ভুয়া পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সনদপত্র ভুয়া প্রমাণিত হওয়ার পরও পুনরায় চাকুরিতে বহাল করে বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা ব্যাংকের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অবৈধ নিয়োগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরিশোধিত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম: বয়স্ক ও অনুপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রদান ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে লোক নিয়োগ সংক্রান্ত নথি ও ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করে একজন ৪৩ বছর বয়স্ক ব্যক্তি জনাব **জাহাঙ্গীর কবির** (আইডি নং- ২১২৬) কে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং ১৪২৬৭, তারিখ: ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক বেসিক ব্যাংকের চাকুরীতে যোগদানের পুর্বে কোন সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন না। একজন অনভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োগ নীতিমালা উপেক্ষা করে উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যাংকের চাকুরী লাভের জন্য কোন আবেদন করেন নাই এবং জীবন বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নেই। ব্যাংকে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- একইভাবে **এস এম খালেদীন রশিদকে** নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মতো নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে সরাসরি ০২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পরিষদের ৩২১তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সহকারী ব্যবস্থাপক পদে চাকুরির জন্য কোন আবেদন করা হয়নি এবং উক্ত পদের বিপরীতে তিনি নিয়োগ লাভের যোগ্য নন, কারণ সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ লাভের জন্য সকল পাবলিক পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিসহ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে কোন একটিতে অবশ্যই ১ম শ্রেণি থাকতে হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২য় শ্রেণি স্নাতক ডিগ্রিধারী। ফলে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য একজন প্রার্থীকে আবেদনপত্র ছাড়াই ব্যাংকে নিয়োগ প্রদান করা বিধি সম্মত হয়নি।
- ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চেয়ারম্যান করে ৪ সদস্যের একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত নিয়োগ কমিটি কর্তৃক ১৫/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সহকারী অফিসার হতে শুরু করে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের জন্য কোন আবেদনপত্র ছাড়াই শুধু মাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- জনাব **মাসুদ রেজা শাহীন এর** জন্ম তারিখ ০৮/০৫/১৯৬৪ খ্রিঃ। তার ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর অভিজ্ঞতা, বয়স এবং আবেদনপত্র না থাকা সত্ত্বেও ৪৯ বছর বয়সের একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে উপ- ব্যবস্থাপক পদে বেতনের ২য় ধাপে নিয়োগ দেয়া হয়।
- বেসিক ব্যাংকে ১৪/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০৩তম বোর্ড সভায় সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে উপ-ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা সর্বোচ্চ ৩৮ বছর এবং ৩ বছরের ব্যাংকিং/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতার শর্ত থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরক্ষেত্রে বয়স ৪৯ বছর এবং কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা ২০০৭ সালের সংশোধিত নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী (বিস্তারিত **বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (ক) এ দেয়া হলো**)।

(খ)

- চাকুরীতে আবেদন করার সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর হলেও জনাব লিপি রানী, জনাব আব্দুর রহিম ও জনাব আমিনুর এর বয়স চাকুরীতে যোগদানের পুর্বেই ৩০ বছরের উর্ধ্বে হওয়ায় চাকুরী পাবার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে সহকারি অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

(গ)

- বেসিক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যোগ্য লোক নিয়োগের জন্য একাধিক জাতীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞাপন ও ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন না দিয়ে ভুয়া পরীক্ষা গ্রহণ দেখিয়ে বয়স্ক ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধিপূর্বক ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ও সুনাম ক্ষুন্ন করা হয়েছে।

- ক) জনাব **আব্দুল গফুর তালুকদার** বিদেশে রেস্টুরেন্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি কোন ব্যাংকে চাকুরী না করার পরও এবং কোন প্রকার নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই ৫২ বছর বয়সে তাকে ব্যাংকে সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- খ) জনাব **আশরাফ হোসেন** অন্য ব্যাংকের ব্যাংকিং কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও ৫৩ বছর বয়স্ক একজন কর্মকর্তাকে কোন প্রকার নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করেই সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকের চাকুরী বিধিমালা অনুসারে ব্যাংকিং পেশায় সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৪২ বছর। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়োগ কালীন সময়ে বয়স ৫৩ বছর এর উর্ধ্বে হওয়ায় তিনি ব্যাংকে নিয়োগের জন্য অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত।
- গ) জনাব **মিনহাজ উদ্দিন আহম্মেদকে** কোন প্রকার নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করে এবং ব্যাংকিং পেশায় সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ ৪৮ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তিকে সহকারী অফিসার হিসাবে ব্যাংকে নিয়োগ প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ঘ) জনাব **মির্জা মোঃ আসলামকে** ব্যাংকে নিয়োগের পূর্বে ব্যাংকিং পেশায় কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ৪৪ বছর বয়সের একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা নিয়োগ বিধিমালার সুস্পষ্ট লংঘন।
- ঙ) জনাব **এস এম ইয়াসির আরাফাতকে** কোন প্রকার প্রতিযোগীতা মুলক পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ও নিয়োগ নীতিমালা লংঘন করে অন্য ব্যাংকের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে উপ-ব্যবস্থপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যাংকে কোন কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে অবদান না রাখা সত্ত্বেও ১ বছর ৩ মাস চাকুরী কাল অতিবাহিত হওয়ায় এক্সিলারেটেড প্রমোশন প্রদান করা হয়েছে, যা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত।
- চ) **মিসেস সৈয়দা আফিয়া ইসলাম** এর ব্যাংকে চাকুরীতে যোগদানের সময় বয়স ছিলো ৪৭ বছর ৩ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসিতে তৃতীয় বিভাগসহ এমএ। ব্যাংকের চাকুরীতে যোগদানের পুর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন না। একজন অনভিজ্ঞ ও বয়স্ক মহিলাকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (খ) এ দেয়া হলো)**।

(ঘ)

- জনাব **এম এ তৌফিকুল আলম** ১৯৯৫ সালে সহকারি অফিসার পদে বেসিক ব্যাংকে প্রথম যোগদান করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৬/০৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সহকারি ব্যবস্থাপক পদ হতে পদত্যাগ করেন এবং যথারীতি ব্যাংক কর্তৃক তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পুনরায় চাকুরীর জন্য কোন আবেদন পত্র প্রতিষ্ঠানের বরাবরে প্রেরণ/দাখিল করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ৪০ বছর ৮ মাস বয়সের একজন অনভিজ্ঞ ও পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে পূর্বের চেয়ে আরো একধাপ উপরের অর্থাৎ উপ-ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা ব্যাংকের ও সরকারী চাকুরী নিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (গ) এ দেয়া হলো)**।

(ঙ)

- **জনাব শিহাব চৌধুরী** কোন ব্যাংকে চাকুরী না করার পরও এবং চাকুরীতে আবেদনের বয়স না থাকা সত্ত্বেও ২ ধাপ উপরের পদে অর্থাৎ উপ-ব্যবস্থাপক পদে বাছাই পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (ঘ) এ দেয়া হলো)**।
- সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩০ বছরের বেশী বয়সের ব্যক্তিকে ও ব্যাংকের চাকুরী বিধিমালা অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি এবং শুধু বি এ পাস হলে ব্যাংকের কর্মকর্তা/সহকারী কর্মকর্তা এবং তার উর্ধ্বে যে কোন পদে আবেদন করার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ১৪ জন ব্যক্তিকে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা ব্যাংকের চাকুরী বিধিমালা ও নিয়োগ নীতিমালা লঙ্ঘনের শামিল **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (ঙ) এ দেয়া হলো)**।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০১/০৬/১৯৯২ তারিখের পত্র নং সম/বিধি-১/এস-১৩/৯২-১৩৪(২৫০) এর মাধ্যমে সরকারী আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে (বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত)। অথচ নিয়োগ কমিটি সরকারের উপরোক্ত আদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করে সর্বোচ্চ ৫৩ বছর

পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করে ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে দায় বৃদ্ধি করেছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৪ এর (চ) এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- ব্যাংকের নিয়োগ বিধিমালা ও সরকারী নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ লংঘন করে বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োগের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল:

- নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি ও ক্ষতির আশংকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনিয়মিত নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ সরকারী নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে প্রথম শ্রেণির চাকুরীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং পেশায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য ৪২ বছর পর্যন্ত বয়স শিথিলযোগ্য। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যাংকিং পেশায় অভিজ্ঞতা না থাকায় ও চাকুরী লাভের উপযুক্ত বয়স না থাকা সত্ত্বেও এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি বিধান পরিপালন না করে নিয়োগ প্রদান করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বিধি বর্হিভূতভাবে ও অতিরিক্ত বয়সের ব্যক্তিগণকে নিয়োগ প্রদানের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম: অবৈধ পন্থায় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অর্জিত স্নাতক সনদ জমা নিয়ে ব্যাংকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান এবং বেতন ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪.২০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে নিয়োগের নথি এবং কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক) জনাব পার্থ প্রতীম বারৈ বেসিক ব্যাংকে চাকুরী লাভের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনপত্র ছাড়াই ১৭/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শুধুমাত্র জীবন বৃত্তান্ত জমা প্রদান করেন। বেসিক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রতি অযাচিত আনুকূল্য প্রদর্শন করে জীবন বৃত্তান্ত জমা প্রদানের ১ (এক) মাস পূর্বেই স্মারক নং-Basic/ Ho/HRD/ REC/AO/2013/9701 তারিখ: ১৯/৬/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পত্র ইস্যু করে । ১০/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। আবেদন পত্র বা জীবন বৃত্তান্ত জমার আগেই নিয়োগ পত্র ইস্যু করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- নিয়োগ পত্র ইস্যুর তারিখ হতে যোগদানের জন্য সাধারণতঃ এক মাস সময় দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বেলায় প্রায় ৩ মাস সময় প্রদান করে প্রার্থীর প্রতি পুনরায় অবৈধ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- প্রার্থী ২০০০ সালে এসএসসি পাস করেন। পরবর্তীতে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০০৯ সালে (৪বছর মেয়াদী) কম্পিউটার সাইন্স বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন।
- যোগদানকালীন সময়ে জমাদানকৃত সনদ এবং অন্যান্য তথ্যাদি অনুসারে প্রার্থীর ডিপ্লোমা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এবং নম্বর পত্র ইস্যু করা হয় ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে। এই হিসাবে প্রার্থীর স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৯ এর পর হতে। অথচ স্নাতকের সনদ ও অন্যান্য তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট প্রার্থী স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮ এর Spring Semister এ ভর্তি হয়ে স্নাতকের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করেন। অর্থাৎ ডিপ্লোমা পাসের প্রায় ২ বছর আগেই অর্থাৎ এসএসসি পাসের সনদ দ্বারা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি হয়ে স্নাতকের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করেন, যা কোনভাবেই সম্ভব নয়।
- ডিপ্লোমা/এইচএসসি পাসের আগে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া কোন ভাবেই যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যাক্তি অবৈধ পন্থায় ভর্তি হয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্জনকৃত সনদ জমা নিয়ে চাকুরীতে আবেদন ছাড়াই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- খ) অপর প্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান মৃধা কে বেসিক ব্যাংকে গোডাউন কিপার পদে ২ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। গোডাউন কিপার পদে নিয়োগ লাভের জন্য প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বৃত্তান্তে স্নাতক ডিগ্রীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পাস। অথচ যোগদানকালীন সময়ে জমা দিয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ। পরবর্তীতে গোডাউন কিপার পদে নিয়মিত করার আবেদনপত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (বিইউবিটি) বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবি এ ডিগ্রী লাভ করেছেন। অথচ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র জমা না দিয়ে জমা দিয়েছেন দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র । তাছাড়া প্রার্থীর এমবিএ এর সনদপত্র দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয় এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যাচাই করা হলে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির এমবিএ এর সনদের সঠিকতার বিষয়ে স্বাক্ষর রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চাকুরীরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অর্জনকৃত ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে চাকুরীর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট গুদাম রক্ষককে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি বাবদ ১০,১৮,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- এ রকম বিভ্রান্তি মুলক তথ্যাদি দিয়ে গোডাউন কিপার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী চাকুরীর জন্য নির্ধারিত বয়স অতিক্রান্ত ব্যক্তিকে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আবেদনের সময় এবং যোগদানকালীন সময়ে প্রার্থীর বয়স ৩৪ বছর ২ মাস।

অনিয়মের কারণ:

- নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা গুরুতর লংঘন করা হয়েছে।

ফলাফল:

- অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান করে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জনাব পার্থ প্রতীম বারৈ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে আগষ্ট ২০০৮ এ ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া অনুযায়ী জনাব বারৈ ২০০৮ সালের কম্পিউটার সাইন্স এ সাময়িকভাবে ভর্তি হন যা ২০০৯ সালে ফলাফল প্রকাশের পর কনফার্ম করা হয়।জনাব শামসুজ্জামান মৃধাকে বিভ্রান্তি মূলক তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- তথ্য গোপন করে জবাব প্রদান করা হয়েছে বিধায় জবাব কোন ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রার্থী ২০০৮ এ স্প্রিং সেমিস্টার (জানুয়ারী- এপ্রিল) এ বিএসসি কম্পিউটার সাইন্সে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ক্লাস এবং পরীক্ষায় অংগ্রহণ করেন। আবার ডিপ্লোমা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ২০০৯ সালের মার্চ মাসে এবং ফলাফল প্রকাশ হয় ২০০৯ এর ডিসেম্বর মাসে। একই সময়ে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করা বিধি সম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতা হলো এইচএসসি/সমমান পাস। প্রার্থীকে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি করা হয়েছে এস এস সি পাসের সনদ দিয়ে যা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপন্থী। অর্থাৎ ডকুমেন্টস যাচাই না করে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে শামসুজ্জামান মৃধার সনদ যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ব্যতিরেকে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতামতের আলোকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরপ্রার্থী স্নাতকোত্তর সনদ সঠিক ভাবে যাচাইকরণ এবং নিয়ম বর্হিভূতভাবে নিয়োগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম: ব্যাংক কোম্পানী আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ অমান্য করে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগে চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২০.১১ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশ এবং এ সংক্রান্ত নথিপত্রাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনাব মোঃ এস এম ওয়ালিউল্লাহ, বেসিক ব্যাংকের নিয়োগপত্র নং- বেসিক/এইচও/এইচআরডি/আরইসি/জি এম/২০১৩/১২৯৪০, তারিখ: ২১/০৭/২০১৩ খ্রি: এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে অব্যাহতি গ্রহণ করে ০১/০৮/২০১৩ তারিখে বেসিক ব্যাংকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে যোগদান করেন।
- ২৩/০৯/২০১৩ খ্রি: তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, দিলকুশা শাখা হতে ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকে মামলা থাকার কথা প্রকাশিত হয়। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২৪/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং- বিসিবিএল/এইচআর ডি/এইচও/০৩/২০১৩ /৯২৭ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুদকে মামলা রয়েছে অধিকন্তু তার ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের কমার্স ব্যাংকের অব্যাহতি পত্রটিও সঠিক নয়, যা ভুয়া হিসেবে প্রমাণিত।
- অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চাকুরি হতে বরখাস্তকৃত, দুর্নীতির অভিযোগে দুদকে মামলা ও অব্যাহতিপত্র ভুয়া প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বেসিক ব্যাংকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বি আর পি ডি সার্কুলার নং- ৬ তাং ০৪/০৫/২০০৫ খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি/জালিয়াতির কারণে চাকুরী হতে বরখাস্ত হলে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুযায়ী ব্যাংকে চাকুরীর পাওয়ার অযোগ্য হবেন। বেসিক ব্যাংকের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ অমান্য করে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত (বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্তকৃত) হওয়া সত্ত্বেও জনাব মোঃ এস.এম ওয়ালিউল্লাহকে, উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে বেতন ভাতাদি বাবদ ২০,১০,৭৫০/- টাকা পরিশোধ করে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায়যোগ্য (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৬ এ দেখানো হলো**)।

অনিয়মের কারণ:

- দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তিকে ব্যাংকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের ক্ষতি করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অব্যাহতি পত্র ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরও এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক হতে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বরখাস্ত হওয়ার বিষয় অবহিত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বেসিক ব্যাংক নিয়োগ প্রদান করা।

ফলাফল:

- অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগে চাকুরি হতে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- একজন দুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিকে ব্যাংকে নিয়োগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম: ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অধ্যক্ষের পদ না থাকা সত্ত্বেও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের বেতন ভাতাদি বাবদ ৩৯.০৭ লক্ষ টাকা অপচয় ।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত ২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশ এবং এ সংক্রান্ত নথিপত্রাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বেসিক ব্যাংকের ট্রেনিং ইন্সটিউট এর অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য পরিচালনা পরিষদের ২৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৩১৮তম বোর্ড সভায় সেনাবাহিনী হতে অবসর প্রাপ্ত মেজর এম কামরান হামিদ, পি এস সিকে নির্বাচন করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ডিজিএম সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে অধ্যক্ষ হিসাবে ২৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- বেসিক/এইচও/এইচআরডি/আর ই সি/ডিজিএম ২০১২ /১০৭৮৯ এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ জন্য পত্রিকায় কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে নিয়োগের জন্য কোন আবেদনও করা হয়নি।
- ব্যাংকে যোগ্য লোক নিয়োগের জন্য ডিজিএম বা উহার নিম্ন পদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নেতৃত্বে লোক নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-৬ তারিখ: ০৪/০২/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিগত পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অধ্যক্ষ পদে সরাসরি নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা উপরোক্ত সার্কুলারের পরিপন্থী।
- সেনাবাহিনী হতে কোন তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন তা তার জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করা হয়নি। সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করে পুনরায় অন্য চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে অবসর ভাতা, চিকিৎসা ভাতা সমর্পন করা প্রয়োজন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পেনশন ও চিকিৎসা ভাতা সমর্পন করা করা হয়েছে কিনা তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭ এ দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- বেসিক ব্যাংকের ট্রেনিং ইন্সটিউটের জন্য অধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি ছাড়াই উক্ত পদে ব্যাংকিং পেশার জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োগ না করে ব্যাংকিং পেশায় অনভিজ্ঞ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে নিয়োগ দিয়ে ব্যাংকের ৩৯,০৬,৮২৪ টাকা অপচয় করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আই এফ আই সি ব্যাংকে কত বছর চাকুরী করেছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করা না করা।
- আই এফ আই সি ব্যাংকের অব্যাহতি পত্র সঠিক আছে কিনা অদ্যাবধি তা যাচাই না করা।

ফলাফল:

- অধ্যক্ষের পদ না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে ব্যাংকের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করায় ব্যাংকের অপচয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ব্যাংকের চাকুরী বিধি পরিবর্তন করে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক উক্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি পর্ষদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদটি স্থায়ী পদ নয়। একজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার কে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ নিয়োগ না করে একজন সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/০৭/২০১৫ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করায় ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়েছে। এ ধরণের নিয়োগের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অপচয়/পরিশোধকৃত অর্থ আদায় করত: নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ ও ২০১৩ সনের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ ও ২০১৩ সনের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ১৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ ও ২০/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ১০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ ও ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১২ ও ২০১৩ সনের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব বেসিক ব্যাংক লিঃ, ঢাকা এর পর্ষদ সভায় ১০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো ঃ

১। ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামুলক চিত্রঃ

২০১২ ও ২০১৩ সালের আমানত ও বিনিয়োগের এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামুলক চিত্রঃ

কোটি টাকায়

বিবরণ	হিসাবের বছর ও সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
১। মোট আমানতের পরিমাণ।	৬,২৬৫.০৭	৮,৭৬৯.৩২	১৩,৪৪৯.৩৪	৩৯.৯৭	৫৩.৩৭
ক) চলতি	৩৩৯.৮০	৩৬৬.৪৩	৩৭২.২৮	৭.৮৪	১.৬০
খ) সেভিংস	১৪৯.৬৩	১৭০.৯২	২০৩.৫৭	১৪.২৩	১৯.১০
গ) স্থায়ী	৫,৭১৬.৪৫	৮,১৪৯.০২	১২,৭৯৭.৪৮	৪২.৫৫	৫৭.০৪
ঘ) অন্যন্য	৫৯.১৯	৮২.৯৫	৭৬.০১	-	-
২। মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ।	৫,৬৮৮.৪৮	৮,৫৯৫.৫৮	১০,৯৪২.৮৪	৫১.১১	২৭.৩১
৩। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।		১১৭০.৭২	২,৭৬৬.৩৭	-	১৩৬.২৯
৪। মোট শাখার সংখ্যা।	৪৫	৬২	৬৮	৩৭.৭৮	৯.৬৭
৫। লাভজনক শাখার সংখ্যা।	৩০	২৯	৩২	(-) ৩.৩৩	১০.৩৪
৬। অলাভজনক শাখার সংখ্যা।	১৫	৩৩	৩৬	১২০	৯.০৯

উপরে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে ক) ২০১১ সালে মোট আমানত ছিলো ৬২৬৫.০৭ কোটি টাকা যা ২০১২ সালে ৩৯.৯৭% বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৮৭৬৯.৩২ কোটি টাকা। উহা ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ৫৩.৩৬% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৪৪৯.৩৪ কোটি টাকা। কিন্তু উক্ত আমানতের মধ্যে চলতি হিসাবের আমানত ২০১১ সালে ছিলো ৩৩৯.৮০ কোটি টাকা। উহা ৭.৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ৩৬৬.৪৩ কোটি টাকা দাঁড়ায় এবং ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ১.৫৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭২.২৮ কোটি টাকা দাড়ায়। একই ভাবে সেভিংস হিসাবে ২০১১ সালের চেয়ে ২০১২ সালে ১৪.২২% ও ২০১৩ সালে ১৯.১০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৫৭ কোটি টাকা দাঁড়ায়। সামগ্রিক ভাবে আমানতের হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে ৪২.৫৫% ও ২০১৩ সালে ৫৭.০৪% স্থায়ী আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি হিসাবে অর্থাৎ সুদ বিহীন হিসাবে ও কম সুদ হার হিসাব সেভিংস হিসাবে আমানত বৃদ্ধির হার অতিসামান্য। ব্যাংকের লাভ বৃদ্ধির জন্য এবং আমানতের তহবিল ব্যয় হ্রাসের জন্য কম হার সুদে আমানত সংগ্রহ করা অপরিহার্য। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যংকের কর্তৃপক্ষ উচ্চ হারে আমানত বৃদ্ধির দিকে অধিক আগ্রহী। অতএব ব্যাংকের ব্যয় হ্রাস ও মুনাফা অর্জনের জন্য কম হার সুদে আমানত সংগ্রহ করা আবশ্যক।

খ) মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১১ সালে ছিলো ৫৬৮৮.৪৮ কোটি টাকা। উহা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.১০%, ২০১২ সালে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৯৭% অথচ লোন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.১০%। আমানত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য না রেখে লোন বিতরন করা হয়েছে। ২০১২ সালে মোট লোন অগ্রিমের পরিমাণ ছিলো ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা যা মোট আমানতের ৯৮.০২% এবং ২০১৩ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২৭.৩০% বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯৪২.৮৪ কোটি টাকা স্থিতি হয়েছে । যা মোট আমানতের ৮১.৩৬%। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমঝোতা চুক্তি

অনুসারে মোট আমানতের ৮১% এর বেশী ঋণ বিতরন না করার জন্য বলা হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উহা পরিপালন করেনি। ২০১২ সালে ঋণ অগ্রিম খাতে ৯৮.০২%-৮১%=১৭.০২% বা ১৪৯২.৫৩ কোটি টাকা ঋণ বেশী বিতরণ করা হয়েছে।

গ) ২০১১ সালে মোট শাখার সংখ্যা ছিলো ৪৫টি এবং উহার মধ্যে অলাভজনক শাখার সংখ্যা ছিল ১৫টি। ২০১২ সালে শাখার সংখ্যা ছিলো ৬২টি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা ৩৩টি এবং ২০১৩ সালে মোট শাখার সংখ্যা ৬৮টি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা ৩৬টি। বর্ণিত তথ্য হতে প্রতিয়মান হয় যে ২০১২ সালে ৩৭.৭৭% ও ২০১৩ সালে ৯.৬৭% অলাভজনক শাখার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকের লাভজনক শাখার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় অর্থাৎ অলাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রমানিত হয় যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সঠিকভাবে গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জামানত মুল্যায়ন না করে এবং প্রকৃত গ্রাহক চিহ্নিত না করে ঋণ অনুমোদন করার ফলে এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় অলাভজনক শাখার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা লাভ ক্ষতির তুলনামুলক বিবরণ:

কোটি টাকায়

বিবরণ	সন			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
মোট আয়	৮৮২.৫২	৪৮৫.৭৭	৪২৩.০৮	-৪৪.৯৬	-১২.৯১
মোট ব্যয়	৬৪৭.৬৭	২২৪.৭৬	২৭৬.০৬	-৬৫.৩০	২২.৮২
কর পুর্ব লাভ/ক্ষতি(অপারেটিং লাভ)	২৩৪.৮৫	২৬১.০১	১৪৭.০২	১১.১৩	(-)৪৩.৬৭
মোট প্রভিশন*	১৩৭.২৪	২৫৮.২২	২০০.১৭	-	
নীট লাভ /ক্ষতি।	৯৭.৬১	২.৭৯	(৫৩.১৫)	-	

মোট প্রভিশন= মোট লোন প্রভিশন+ট্যাক্স প্রভিশন।

ক) ২০১১ সালে মোট আয় ৮৮২.৫২ কোটি টাকা। উহা ৪৪.৯৬% হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে ৪৮৫.৭৭ টাকা হয়। ২০১৩ সালে আয় হয় ৪২৩.০৮ কোটি টাকা। আয়ের হ্রাসের হার ২০১২ সালের চেয়ে ১২.৯১% কম।

অপরদিকে ২০১১ সালে মোট ব্যয় হয়েছিলো ৬৪৭.৬৭ কোটি টাকা। ৬৫.৩০% হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে মোট ব্যয় হয় ২২৪.৭৬ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে ব্যয় হয়েছিলো ২৭৬.০৬ কোটি টাকা। ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে মোট ব্যয় বৃদ্ধির হার ২২.৮২%। বৎসর ভিত্তিক আয় ব্যয়ের পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যায় যে ২০১২ সালে আয়ের হ্রাসের হার ছিলো ৪৪.৯৬% এবং ব্যয়ের হ্রাসের পরিমান ছিলো ৬৫.৩০%। একই ভাবে ২০১৩ সালে আয়ের বৃদ্ধির হার ছিলো ১২.৯১% এবং ব্যায়ের বৃদ্ধির হার ছিলো ২২.৮২%। ২০১৩ সালে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের বৃদ্ধির হার অত্যধিক বেশী ছিল। আয়ের বৃদ্ধির হারের চেয়ে ব্যয়ের বৃদ্ধির হার হ্রাস না করা হলে ব্যাংক কখনোই প্রকৃত মুনাফা অর্জন করতে পারে না। সীমাহীন অনিয়মের মাধ্যমে লোকনিয়োগ,ভবন ক্রয় ও ভবন ভাড়া গ্রহণ, প্রয়োজন না থাকা সত্বেও গাড়ী ক্রয় ও সীমাতিরিক্ত জ্বালানী ব্যবহার, নিয়ম বর্হিভূত ভাবে আপ্যায়ন, সি এস আর খাতে অনুদান,টিভি চ্যানেলে একাধিক প্রচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ব্যয়, নন পারফরমেন্স খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ব্যাংকের মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়।প্রকৃত পক্ষে নন পারফরমেন্স খাতে ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

খ) লাভ ক্ষতির উপর বর্নিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে অপারেটিং লাভ হয়েছে ২৩৪.৮৫ কোটি টাকা, যা ২০১২ সালে ১১.১৩% বৃদ্ধি ২৬১.০১ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৩ সালে অপারেটিং মুনাফা হয়েছে ১৪৭.০২ কোটি টাকা। ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সনে অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পেয়েছে ১১৩.৯৯ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে লোনের বৃদ্ধির হার ছিলো ২৭.৩০%। লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় প্রমানিত হয় যে প্রকৃত গ্রাহককে ঋণ বিতরণ করা হয়নি। ব্যবসা বিহীন প্রতিষ্ঠানকে সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করায় ২০১৩ সালে অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পাওয়ার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারনসহ দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে অপারেটিং মুনাফা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ) **নীট লাভঃ** ২০১১ সালে নীট লাভ হয়েছিলো ৯৭.৬১ কোটি টাকা।২০১২ সালে নীট লাভ হয়েছে ২.৭৯ কোটি টাকা। নীট লাভ ২০১১ সালে চেয়ে ২০১২ সালে হ্রাস পেয়েছে ৯৪.৮২ কোটি টাকা। ২০১২ সালে যে নীট লাভ দেখানো হয়েছে যা আদৌ সঠিক নয়। কারণ ৩১/১২/২০১২ তারিখে ১৩৫.৯৪ কোটি টাকা প্রভিশন ঘাটতি রাখা হয়। অপারেটিং মুনাফা হতে ১৩৫.৯৪ কোটি টাকা বাদ দেওয়া হলে নীট ক্ষতি হয় ১৩৩.১৫ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে চূড়ান্ত হিসাব প্রনয়ন করা হয়নি। অনুরুপ ভাবে ২০১৩ সালে নীট ক্ষতি দেখানো হয়েছে ৫৩.১৫ কোটি টাকা। উহা আদৌ সঠিক নয়। কারণ লোনের প্রভিশন বাবদ ৭৭৮.৮০ কোটি টাকা ঘাটতি রেখে লাভক্ষতি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে অপারেটিং লাভ হতে উক্ত টাকা বাদ দিলে ২০১৩ সালে প্রকৃত নীট ক্ষতি হয়েছে ৭৭৮.৮০+৫৩.১৫= ৮৪১.৯৫ কোটি টাকা। বি এ এস অনুযায়ী সঠিকভাবে ২০১২ ও ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব প্রনয়ন করা হয়নি। লাভ ক্ষতির হিসাবে প্রকৃত প্রভিশন বাদ না দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম প্রদর্শনের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রকৃত নীট লাভ অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

৩। ঋণ ও অগ্রিম ও শ্রেণীকৃত ঋণের তুলনা মুলক বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সন			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
১। মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ।	৫,৬৮৮.৪৮	৮,৫৯৫.৫৮	১০,৯৪২.৮৪	৫১.১১	২৭.৩১
ক) নিয়মিত ঋণের পরিমাণ।	৫,৩৯৮.৮১	৭,৮২৭.০০	৭,২২৪.৮৬		
খ) এস এম এ ঋণের পরিমাণ।	৪০.৬৯	৬২.০১	৫৭২.৪৫		
গ) এস এস ঋণের পরিমাণ।	২২.৯৭	১৮৪.৬১	৮০০.৩১		
ঘ) ডি এফ ঋণের পরিমাণ।	৮.৮২	৭৬.১৯	৫৫৬.৪৪		
ঙ) মন্দ বা কু ঋণের পরিমাণ।	২১৭.১৯	৪৪৫.৭৭	১,৭৮৮.৭৮		
চ) মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ।	২৪৮.৯৮	৭০৬.৫৭	৩,১৪৫.৫৩	১৮৩.৭৯	৩৪৫.১৮
ছ) শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার।	৪.৩৮	৮.২২	২৮.৭৫		

উপরে বর্ণিত তথ্য হতে দেখা যায় যে ২০১১ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিলো ৫৬৮৮.৪৮ কোটি টাকা এবং উক্ত সালে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪৮.৯৮ কোটি টাকা। শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার ছিল ৪.৩৮% ।

ক) ২০১১ সালের ঋণের পরিমাণ ৫১.১০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা দাড়ায়। মোট ঋণ ও অগ্রিমের ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ পরিমাণ ছিল ৭০৬.৫৭ কোটি টাকা। শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিলো ৮.২২% ।

খ) ২০১৩ সালে ঋণের পরিমাণ পুর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে ২৭.৩০% বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৯৪২.৮৪ কোটি টাকা দাঁড়ায়। উক্ত ঋণের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ রয়েছে ৩১৪৫.৫৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ২৮.৭৫%। ২০১২ সালে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালের চেয়ে ১৮৩.৭৮% ও ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ৩৪৫.১৮% বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রমানিত হয় যে সঠিক গ্রাহককে ঋণ প্রদান না করা এবং ব্যবসাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের নামে ও সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ আরো বেশী। লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে ঋণ নবায়ন ও ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে ঋণ পুনঃতফশীল করণের মাধ্যমে ঋণ নিয়মিত দেখিয়ে সুদ আয়খাতে নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪। ২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ফাইন্ডিংস নম্বর-৯ অনুসারে প্রধান কার্যালয় ও শাখার ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ২৬,৭৪,২০,৬৪০.৮৬ টাকা। উক্ত পার্থক্য দ্রুত নিরসন করা প্রয়োজন।

৫। অনুমোদিত বাজেট অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়:
২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ফাইন্ডিং নম্বর ৯ অনুসারে স্যালারী, ডেভেলপমেন্ট ব্যয়, বিজ্ঞাপন ব্যয়, কম্পিউটার একসেসরিজ পেপার ও লোন রেভুলেশন খাতে বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় পরিহার করা একান্ত অপরিহার্য।

৬। শাখার অনুমোদিত ক্যাশ লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্যাশ সংরক্ষণ:
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সালের সি এ ফার্মের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ৩৪ নং ফাইন্ডিংস অনুসারে ভোল্টের অনুমোদিত ক্যাশ লিমিট অপেক্ষা নিম্নবর্ণিত শাখা সমূহে অতিরিক্ত ক্যাশ রয়েছে। শাখা সমূহ হলো দিলকুশা, কাওরান বাজার, বাবুবাজার, উত্তরা, বসুন্ধরা, জিন্দাবাজার, রাজশাহী, বগুড়া, ও সৈয়দপুর শাখায় ভোল্ট লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্যাশ সংরক্ষণ করা ব্যাংকের জন্য বিপদজনক। অনুমোদিত লিমিটের মধ্যে ক্যাশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৭।২০১৩ সনের এ্যানুয়াল রির্পোটের ৭.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ৩১/১২/২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শীর্ষ ২০জন ঋণ গ্রহীতার নিকট ব্যাংকের মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ রয়েছে ২৩০৫.৪৭ কোটি টাকা। ব্যংকের ক্রেডিট পলিসি ও এম ও ইউ এর বিধান অনুসারে ব্যাংকের মোট ক্যাপিটাল ১০% এর উর্ধে ঋণ বিতরণযোগ্য নয়। ২০১২ সালে ব্যাংকের ক্যাপিটাল ছিলো ৭০১.৭২ কোটি টাকা। উহার ১০% হিসাবে কোন সিঙ্গেল গ্রাহক বা গ্রুপভূক্ত-প্রতিষ্ঠান ৭০.০০ কোটি টাকার উপর ঋণ প্রাপ্য নয়।উক্ত বিধান অনুসারে ২০ জন শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা ১৪০০.০০ কোটি টাকার উপর ঋণ প্রাপ্য নয়। অথচ সংশ্লিষ্ট ২০ শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার নিকট ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২৩০৫.৪৭ কোটি টাকা রয়েছে এবং অধিকাংশ শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত হয়েছে। শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের দায় দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে পরিশোধিত মুলধনের ১০% এর মধ্যে ঋণ সীমা সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

৮।২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ৯.৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রটেস্ট বিল খাতে ২.৮৮ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে। উক্ত টাকা ব্যাংক তহবিল হতে তছরুপ বা আত্মসাৎ হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯। প্রভিশন ঘাটতি:
২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ৭.৮ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১২ সালে ১৩৫.৯৪ কোটি ও ২০১৩ সালে ৭৮৮.৮০ কোটি টাকা লোনের প্রভিশন ঘাটতি রাখা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘাটতি রেখে লাভ ক্ষতি নির্ধারন করা হিসেবে কারচুপির শামিল। ভবিষ্যতে প্রভিশন ঘাটতি পরিহার করে প্রকৃত লাভ ক্ষতির হিসাব প্রনয়ন করা আবশ্যক।

১০। সাসপেন্স হিসাবে রক্ষিত ১৭২.৯১ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবে ২০১৩ সালের ১২.৩ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১২ সালে সাসপেন্স হিসাবে সুদ রক্ষিত ছিলো ৬০.৯৮ কোটি টাক, যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭২.৯১ কোট টাকা। সাসপেন্স হিসাবে রক্ষিত টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ পুর্বক ব্যাংকের ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

১১। ক্যাপিটাল ঘাটতি:
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ১৩.৩ নং অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে ৩১/১২/২০১২ তারিখে মোট ক্যাপিটাল ছিলো ৭০১.৭২ কোটি টাকা। অথচ ৩১/১২/২০১৩ তারিখে মোট ক্যাপিটাল ঘাটতি রয়েছে ১৩৭২.০০ কোটি টাকা। অস্থিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানকে ও সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ বিতরন করায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্যাপিটাল ঘাটতি হয়েছে। ক্যাপিটাল ঘাটতি দূরীকরনের পদক্ষেপ গ্রহন না করা হলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা চরম হুমকির সৃষ্টি হবে।

১২। এক্সচেঞ্জ গেইন:
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১২ সালের চূড়ান্ত হিসাবে ২১.১ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ৩১/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬৪.৩৬ কোটি টাকা আয় দেখানো হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত আয় হতে ২৭.৯৮ লক্ষ টাকা এক্সচেঞ্জ লস দেখানো হয়েছে। এক্সচেঞ্জ খাতে এত বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় না। একচেঞ্জ খাতে সর্বদাই গেইন বা লাভ হয়। উক্ত খাতে যদি কোন ব্যয় হয়ে থাকে তবে ব্যয়ের খাতে এক্সচেঞ্জ গেইন খাতে আয় এবং ব্যয়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক। একই ভাবে ২০১১ সনেও বিপুল পরিমাণ এক্সচেঞ্জ লস দেখানো হয়েছে। উক্ত লস বা ক্ষতির ব্যাখ্যা আবশ্যক।

১৩। কমহারে মার্জিন আদায়ে অনিয়মঃ

বহিঃ নিরীক্ষা দল কর্তৃক ২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ১৬ নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত প্রধান শাখা, কাওরান বাজার শাখা ও মৌলভী বাজার শাখায় এলসি স্থাপনের সময় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারে মার্জিন আদায় পুর্বক এলসি স্থাপনের জন্য বলা হলেও শাখা কর্তৃক নির্ধারিত হারে মার্জিন আদায় না করে এলসি স্থাপন করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গন্য। উপরোক্ত বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

১৪। পুর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বর্তমান অবস্থাঃ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পুর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে ১৯৯২-৯৫ হতে ২০১২ পর্যন্ত মোট ২৩১ টি অনুচ্ছেদ প্রনয়ন করা হয়।উক্ত অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ছিলো ১৩২৬,৭১৩৩৯১০ টাকা । ২০১২ সন প্রর্যন্ত মোট অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ রয়েছে ৬৫টি। উক্ত অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯৭৯,২২,৪৯,৮৩৪ টাকা। অদ্যাবধি বিপুল পরিমাণ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অমিসাংসীত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি পুর্বক ব্যাংকের মুলধন বৃদ্ধি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশঃ

প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৭৪৯কম/এ—৮০০বই, ২০১৭ইং।